Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

চতুর্থ ভাগ

৪৭১ সংখ্যা

কার্ত্তিক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩

শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

পঞ্চমপ্রপাঠকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

যোহ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ হবৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি প্রাণোবাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ১ ॥

'যঃ হবৈ' কশ্চিৎ 'জ্যেষ্ঠং চ' প্রথমং বয়সা 'শ্রেষ্ঠং চ' গুণৈরভ্যধিকং 'বেদ' সঃ 'জ্যেষ্ঠঃ চ হবৈ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি' 'প্রাণঃ বাব জ্যেষ্ঠঃ চ' বয়সা বাগাদিভ্যঃ 'শ্রেষ্ঠঃ চ'। ১

যিনি জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণ জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। ১

যোহ বৈ বসিষ্ঠং বেদ বসিষ্ঠোহ স্বানাং-ভবতি বাগ্বাব বসিষ্ঠঃ ॥ ২

'যঃ হ বৈ' 'বসিষ্ঠং' বসিতৃতমমাচ্ছাদয়িতৃতমং বস্তুতমং বা যঃ 'বেদ' স তথৈব 'বসিষ্ঠঃ হ ভবতি' 'স্বানাং' জ্ঞাতীনাং। কস্তর্হি বসিষ্ঠ ইত্যাহ 'বাক্ বাব বসিষ্ঠঃ' বাগ্মিনোহি পুরুষা বসন্তি অভিভবন্ত্যন্যান্ বসুমত্তমাংশ্চাতোবাগ্বসিষ্ঠঃ। ২

যিনি বসিষ্ঠকে জানেন তিনি জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে প্রভূত ধনবান্ হন। বাক্য বসিষ্ঠ প্রভূত ধনবান্, যেহেতু বাগ্মী পুরুষেরা ধনীদিগকেও পরাভব করিয়া ধন আহরণ করে। ২

যোহবৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠত্যস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা ॥ ৩

'যঃ হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ' স 'চ অস্মিন্ লোকে' অমুষ্মিন্চ' পরে 'প্রতিতিষ্ঠতি হ' 'চক্ষুঃ বাব প্রতিষ্ঠা'। চক্ষুষা হি পশ্যন্ সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি যস্মাদতঃ প্রতিষ্ঠা চক্ষুঃ। ৩

যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন তিনি এলোকে এবং পরলোকে প্রতিষ্ঠিত হন। চক্ষু প্রতিষ্ঠা। ৩

যোহবৈ সম্পদং বেদ সং হাস্মৈ কামাঃ পদ্যন্তে দেবাশ্চ মানুষাশ্চ শ্রোত্রং বাব সম্পৎ ॥ ৪

'যঃ হ বৈ সম্পদং বেদ' 'অস্মৈ হ' তস্মৈ 'দেবাঃ মানুষাঃ চ কামাঃ সম্পদ্যন্তে' 'শ্রোত্রং বাব সম্পৎ'। ৪

যিনি সম্পদকে জানেন, দেবতারা এবং মনুষ্যেরা তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ করিয়া দেন। শ্রোত্র সম্পদ। ৪

যোহ বা আযতনং বেদাযতনং হ স্বানাং ভবতি মনোহ বা আযতনং ॥ ৫

'যঃ হ বৈ' 'আযতনং' আশ্রয়ং 'বেদ' সঃ 'স্বানাং হ' জ্ঞাতীনাং 'আযতনং ভবতি' 'মনঃ হ বৈ আযতনং'। ৫

যিনি আয়তনকে জানেন তিনি আপনার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে আশ্রয় হন। মন আয়তন। ৫

অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যূদিরেঽহং শ্রেযানস্ম্যহং শ্রেযানস্মীতি তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুর্ভগবন্ কোনঃ শ্রেষ্ঠ ইতি। তান্ হোবাচ যস্মিন্ব উৎক্রান্তে

হইবে না। অনন্তই অনন্তকে জানেন। 'স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা' তিনি সকল বেদ্য বস্তুকে জানেন কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই। 'সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।'

বুদ্ধদেব-চরিত।

৪৫৩ সংখ্যা পত্রিকার ৮ পৃষ্ঠার পর।

হে ভিক্ষুগণ, আমি একে একে বোধিসত্বের সহিত ছন্দকের, রাজা শুদ্ধোদনের, গোপার, শাক্যকন্যাগণের, অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের এবং শাক্যগণের শোক-বৃত্তান্ত কহিয়াছি। এক্ষণে তৎপরে কি হইল তোমারদের নিকট তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর!

বোধিসত্ব সেই লুব্ধকরূপ নামক দেবপুত্রকে স্বীয় কাশিজাত বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া সত্বানুগ্রহে, সত্ব-পরিপাক-মানসে, লোকানুবর্ত্ত নামক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ শাক্য ব্রাহ্মণীর আশ্রমে গমন করেন। সেই ব্রাহ্মণী তাঁহাকে গললগ্নীকৃত বস্ত্রে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি পদ্মানাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে উপনীত হয়েন। এখানেও বোধিসত্ব যথাপূর্ব্ব আদৃত হন। পরে রৈবত নামক ব্রহ্মর্ষির আশ্রমে গমন করেন এবং সেখান হইতে রাজা ত্রিদণ্ডিকপুত্রের আশ্রমে উপনীত হন। ইহাঁরাও সকলে যথোচিত সম্মানের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তিনি এইরূপে ক্রমে ক্রমে গমন করিয়া অবশেষে বৈশালী নামক মহানগরী প্রাপ্ত হন। এই সময়ে অরাডকালাম নামক ধর্ম্মোপদেষ্টা বৈশালী নগরীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি বহুশ্রাবকগণ সহ তিনশত শিষ্যদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময়ে দূর হইতে বোধিসত্বকে আগমন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যের সহিত শিষ্যবর্গকে কহিলেন, ওহে দেখ, দেখ, ইহার কি রূপ! তাহাতে শিষ্যগণ তাঁহাকে উত্তর দিলেন, এ অতি বিস্ময়নীয়!

আচার্য্য ও শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে বোধিসত্ব অরাডকালামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভো অরাডে কালামে! আমি আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিব। অরাডকালাম তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, হে গৌতম! কুলপুত্রগণ অল্পকৃচ্ছ্রে যে শাস্ত্রাদেশ শিক্ষা করিতেছেন, আপনিও সেই ধর্ম্মাখ্যান শিক্ষা করুন।

হে ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব অরাডকালামের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ সময়ে মনে মনে এই ভাবনা করিলেন যে, আমার অনুরাগ লাভ হউক, বীর্য্য হউক, স্মৃতি হউক, সমাধি হউক, প্রজ্ঞা হউক, যে আমি সেই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অপ্রমত্ত আতাপী এবং ব্যপকৃষ্ট ভাবে এই ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভার্থে আপনাকে নিয়োগ করিতে সক্ষম হই। অতঃপর তাহাই হইল—তিনি এক অপ্রমত্ত আতাপী ব্যপকৃষ্ট ভাবে অধ্যয়ন করিয়া অল্প কৃচ্ছ্রে সেই ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন এবং অরাডকালামের সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, হে অরাডে! তোমার অধীত বিদ্যা কি এই পর্য্যন্তই!

অরাড কালাম কহিলেন, হে গৌতম! এই পর্য্যন্তই।

বোধিসত্ত্ব কহিলেন, মহাশয়! আমিও এই ধর্ম্মে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি।

অরাড কহিলেন, হে গৌতম! তবে যে, যে ধর্ম্ম আমি জানি, আপনিও তাহাই জানেন, এবং যাহা আপনি জানেন আমিও তাহাই জানি। অতএব এক্ষণে আসুন,

পুরুষকে সাংসারিক কার্য্যে এবং স্ত্রীকে বিষয়-কর্ম্ম সম্পাদনে নিযুক্ত হইতে হইলে উভয়েরই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। অথচ কাহারও কার্য্য সুন্দর-সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। প্রত্যুত পদে পদেই বিশৃঙ্খলতা ও বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়া থাকে; হইবে তাহার সন্দেহ কি? দেবনির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যভিচার করিতে গেলেই, তাহার অমোঘ দণ্ড নিশ্চয়ই সম্ভোগ করিতে হয়।

পুরুষ যে প্রকার উদ্যম উৎসাহ সহকারে দুর্নিবার্য্য বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া উৎকট পরিশ্রম দ্বারা স্বকার্য্য-সাধন করেন, স্ত্রী বাল্য-জীবন হইতে তাদৃশ কার্য্য-সাধনে সুশিক্ষিত হইলেও কোন ক্রমে তাহা অক্লেশে সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারেন না। নারী, যাদৃশ সহিষ্ণুতা সহকারে সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন ও তাহারদের উৎপাত উপদ্রব, অবিরক্ত-চিত্তে সহ্য করেন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহারদের রোগ বিপত্তিতে, প্রশান্ত ভাবে অকৃত্রিম যত্ন ও স্নেহ-সহকারে সেবা শুশ্রূষা, ঔষধ পথ্য বিধান করিয়া থাকেন, পুরুষকে একদিনের জন্য তাদৃশ কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করিতে হইলে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিতে হয়।

নরের কার্য্য-সাধনে যেমন নারীর সকল প্রকার ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা পরাভব স্বীকার করে, নারীর দুর্ব্বহ দুঃসাধ্য কার্য্য-কলাপ সম্পাদনে তেমনি নরের সকল বিদ্যা-বুদ্ধি, বল-বীর্য্য-দক্ষতা পরাভূত হইয়া থাকে। ভূচরের শক্তি সামর্থ্য যেমন ধরাপৃষ্ঠে এবং জল-চরের বল-বিক্রম যেমন নদ-নদী-সমুদ্রে, তেমনি পুরুষের বুদ্ধি-পরাক্রম বিষয়-রাজ্যে, স্ত্রীর কার্য্য-নৈপুণ্য সংসার-আশ্রমে।

সন্তান সন্ততি, পিতা-মাতা উভয়েরই সমান যত্নের ধন ও আদরের বস্তু হইলেও মাতার ন্যায় কোন-রূপেই পিতা, তাহারদিগকে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন না। গর্ভ-সংরক্ষণ, ভূমিষ্ঠ শিশুর পালন-পোষণ একবার দর্শন ও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, যথার্থই জননীকে ঈশ্বরের মঙ্গল-ভাবের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। মাতার সহিষ্ণুতার উপমাস্থল আর দ্বিতীয় নাই, জননীর অকৃত্রিম স্নেহের দৃষ্টান্ত কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নবজাত সন্তানকে যেরূপ স্নেহ ও সতর্কতার সহিত জননী পালন করেন, নিদ্রাবস্থাতেও যে প্রকার সাবধানতার সহিত তাহাকে রক্ষণ পোষণ করিয়া থাকেন, তাহার তুলনা কেবল স্নেহময়ী জননীতেই বর্ত্তমান। রোগ-বিপদে যে প্রকার অকৃত্রিম স্নেহে, অনির্ব্বচনীয় যত্ন সহকারে—জননী স্বীয় স্নেহের পুত্তলিকা শিশু-সন্তানকে বক্ষোপরি ধারণ করত বাহু-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, সর্ব্বসংহারক মৃত্যুও যেন তাহাকে সংহরণ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে! চিকিৎসা-বিজ্ঞান বসন্ত বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ-সমুদায়কে নিতান্ত সংক্রামক, একান্ত সংস্পর্শী বলিয়া চিৎকার করিলেও মাতার কর্ণে তাহা স্থান পায় না। মাতৃ-স্নেহের প্রবল প্রবাহে সে সমুদায় বিজ্ঞান-সিদ্ধান্ত-সেতু এককালে চূর্ণ ও বিধৌত হইয়া যাইতে দেখা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানী সকলের সারগর্ভ উপদেশ, সেখানে পরাভব স্বীকার করে। কিছুতেই মাতার মনে সংশয়-সন্দেহ উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া শিশু-সংরক্ষণে তাঁহাকে অণুমাত্র সঙ্কুচিত বা নিবৃত্ত করিতে পারে না। অন্যে যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, আত্মীয় স্বজন যে গৃহে প্রবেশ করিতেও সমর্থ বা সাহসী হয় না, সেই স্নেহের অতুলন প্রতিমা, সেই ঈশ্বরের মঙ্গল-ভাবের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি-স্বরূপা স্নেহময়ী জননী বসন্ত-বিগলিত

শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে ধারন-পূর্ব্বক আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি তাহার বিকৃত শরীর মার্জ্জন-প্রক্ষালন—সেই রাহু-গ্রস্ত মুখ-চন্দ্রমায় স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে থাকেন। বিসূচিকা-রোগ-গ্রস্ত সন্তান-সন্ততিকে স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারন করত অম্লান-বদনে তাহার মল-বমন-প্রভৃতি পরিস্কার করত আপনার প্রাণ-বিনিময়ে দিন-যামিনী শুশ্রূষা করিতে থাকেন। তদ্ভিন্ন অগ্নি-দাহ, গৃহ-পতন, সর্প-আক্রমণ প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনায় জননীর সন্তান সংরক্ষণার্থ আত্ম-জীবন-বিসর্জ্জন-ব্যাপার, যিনি কখন স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনি মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিবেন যে নারী যথার্থই সংসার-আশ্রমের রক্ষয়িত্রী বিধাত্রী, কর্ত্রী পালয়িত্রী সকলই।

মাতৃ-স্নেহের সদৃশ স্নেহ আর কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মাতৃ-স্তন-দুগ্ধের অনুরূপ নির্দ্দোষ অথচ প্রকৃত বল-পুষ্টিকর পদার্থ আর কুত্রাপি লব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। মাতার ন্যায় শিশুর সেবা-শুশ্রূষা, রক্ষন ও পোষন করিতে আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না; সেই জন্যই মাতৃ-বিয়োগ হইলে স্তন্যপায়ী দুগ্ধপোষ্য শিশুকে, সহস্রবিধ যত্ন-চেষ্টা করিলে, সহস্র প্রকার উপাদেয় দ্রব্য ভোজন-পান করাইলেও সে প্রায়ই জীবিত থাকে না। আশ্চর্য্য! এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ব্যাপার প্রতিনিয়ত স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াও অনেক সুস্থ-শরীরা ভোগ-বিলাসিনী নারী, এখন নীচ-শ্রেণীর ধাত্রীর হস্তে দেব-নির্দ্দিষ্ট জননী-সম্পাদ্য সন্তান সন্ততির পালন ও পোষন-ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া আপনারা আমোদ-প্রমোদে, হাস্য পরিহাসে দিনপাত করিয়া থাকেন। ইহার পর অমানুষিক ব্যাপার আর দ্বিতীয় নাই! যে সকল ধাত্রী অর্থ-লোভে আপন আপন সন্তান-সন্ততিকে দুগ্ধে বঞ্চনা করিতে পারে,—পালনসংরক্ষন বিষয়ে সহজেই পরাঙ্মুখ হইতে সমর্থ হয়, সেই নীচ-শ্রেণীর দুরাচারিনী—মহাপাতকিনীদিগের হস্তে জননীর শ্রেষ্ঠতর পবিত্রতম কর্ত্তব্য-সাধনের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করা কোন রূপেই জ্ঞান-ধর্ম্মের ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের অনুমোদিত কার্য্য নহে। সেই পাপ-দূষিত দুগ্ধ, যে কেবল শিশু-শরীর পোষণের পক্ষে অনুপযোগী তাহা নহে, দিন-যামিনী তাহারদিগের সহিত সহবাস এবং তাহারদিগের দ্বারা ভরণ-পোষণ ও তাহারদিগের বিকৃত-প্রকৃতি ও কলঙ্কিত শরীর-নিঃসৃত দুগ্ধ-পান দ্বারা অজ্ঞাতসারে শিশু-প্রকৃতি, পিতামাতার অপেক্ষা বিভিন্ন রূপে সংরচিত হইয়া থাকে। ইহার অব্যর্থ দণ্ড কালেতে জনক জননীকে নিশ্চয়ই সম্ভোগ করিতে হয়। এই অমানুষিক ব্যাপার ধর্ম্মভীরু পবিত্র হিন্দু-সমাজ হইতে যত শীঘ্র অন্তরিত হয়, ততই মঙ্গল।

নারী যেমন সংসার রক্ষা, সন্তান-সন্ততির পালন-রক্ষণ, শুশ্রূষা পরিপোষণ প্রভৃতি কার্য্যে, অসদৃশ স্নেহ, অকৃত্রিম প্রেম, অসামান্য পটুতা, অনুপমেয় দেব-ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বিষয়-রাজ্যে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পুরুষেরও সেই প্রকার শৌর্য্য-বীর্য্য, উদ্যম-অসমসাহসিকতা প্রভৃতি প্রতিনিয়তই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধন জন্য পুরুষ, যে প্রকার বীর-বিক্রমে দুর্গম সমুদ্র-পথে, অজ্ঞাতঅপরিচিত দেশ-প্রদেশে, দুঃসহ কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার-পূর্ব্বক গমন করেন, কৃষি-কার্য্যাদি সম্পাদন জন্য অম্লান-বদনে যেরূপ জল-রৌদ্র সহ্য করত উৎকট পরিশ্রমে ফল-শস্য সংগ্রহ করেন, শিল্প-বিজ্ঞান-ঘটিত কার্য্য-সাধন জন্য যেরূপ অসম সাহসিকতার সহিত পু-

কি শ্যাম-সুষমা ধরা, ফলে ফুলে মনোহরা,
উভে তাঁর রূপ সুবিমল ॥
উষা যবে পূরবে প্রকাশে।
ভকতের হৃদয় বিকাশে।
যাঁহা হতে উষা হয়, পবিত্র আলোক ময়,
হেরি তাঁরে পুলকেতে ভাসে ॥
নবোদিত রবির কিরণ।
যাহে পূরে ভূতল গগন।
যাহার প্রফুল্ল করে, পাখীগণ গান করে,
অচেতনে হয় সচেতন।
ভাবুক সে রবির কিরণে।
দেখে সেই প্রেমের তপনে।
প্রাণ পাখী যার করে, গায় কিবা হর্ষ ভরে,
হৃৎপদ্ম বিকাশে সঘনে ॥
কোথা তাঁর না হয় দর্শন।
উষসীর হলে আগমন।
মধু স্নিগ্ধ অন্ধকার, ক্রমে হয় সুবিস্তার
ধরা হয় শান্তির ভবন ॥
সন্ধ্যার মোহন অন্ধকারে।
কে উদাস করিয়া তোমারে,
বলেন করিতে ত্যাগ, মিছা মায়া অনুরাগ
তাঁহারে জীবন সঁপিবারে ?
পাখী সব লতেছে আশ্রয়,
দেখে চায় তোমার হৃদয় ?
শরণ লইতে তাঁর, যিনি ভবে কর্ণধার
পেতে চিরকালের আশ্রয় ?
রজনী ঘেরিলে এ ভুবন।
সবে শান্তি নিদ্রায় মগন।
অসংখ্য তারকারাজি, প্রহরী রূপেতে সাজি,
করে যেন রক্ষণাবেক্ষণ ॥
তাহে দেখি পূর্ণ শশধরে।
ভাব কি সে প্রেম সুধাকরে ?
যিনি হৃদি নিরন্তর, দিতেছেন সুধা কর,
প্রেমপুষ্প বিকাশের তরে।
নাহি জানে চন্দ্র সূর্য্য তারা।
কাহার নিয়মে ভ্রমে তারা।
কাহার শাসন বলে, অসীম আকাশে চলে,
শূন্যে নাহি হয় পথহারা।
চন্দ্র সূর্য্য তারকা ভিতর।
রয়েছেন তিনি নিরন্তর।
তিনি তাহাদের প্রাণ,তাই তারা জ্যোতিষ্মান্,
তাই জীবগণ-হিতকর ॥
কেবা তাঁরে দেখিবারে পায় ?
কাতরে তাঁহারে যেই চায়,
হৃদয় পবিত্র যার, তাঁরে করিয়াছে সার,
দেখে তাঁরে যথায় তথায়।
নদী বৃষ্টি পর্ব্বত কন্দরে।
মহারণ্য সজন নগরে
দেখে তাঁরে বিদ্যমান, সৃষ্টি হয়ে এক তান
তাঁর নাম সদা গান করে ॥

দেখিবে কি শুধু তাঁরে চন্দ্রমা তপনে ?
দেখ তাঁরে একবার সাধুর আননে ॥
সাধুর তাঁহার কাযে কিবা অনুরাগ।
সাধু কত প্রলোভন করিছেন ত্যাগ ॥
সাধু যবে তাঁর প্রেম ভক্তি রসে গলে।
তাঁর দয়া স্মরি যবে ভাসে অশ্রু জলে ॥
বলে "নাথ! তুমি হও সর্ব্বস্ব আমার।
তোমা ভিন্ন কিছু আর নাহি চাহি আর ॥
যত প্রেম স্নেহ আমি তোমা ঠাঁই চাই।
তার চেয়ে প্রেম স্নেহ তোমা হতে পাই ॥

আমার মনের মত হও তুমি ধন।
নহে তব অভিমত এ অধম জন ॥
এ দুঃখ আমার বড় বিঁধিছে পরাণ।
হইবে কি কভু এই দুঃখ অবসান ?
কুটিল কামনা আশা বিনাশো আমার।
করে লও এ অধমে একান্তে তোমার" ॥
তখন অমৃতে পূর্ণ সাধুর হৃদয়।
কি শীতল কি পবিত্র শান্ত অতিশয় ॥
শান্তিদাতা সে হৃদয়ে করেন নিবাস।
ইথে তাঁর কি সুন্দর উজ্জ্বল প্রকাশ ॥

দিগের ন্যায় তাহার ব্যবহার। সে সুরায় সর্ব্বদা উন্মত্ত থাকিত এবং গোমাংস ভক্ষণ করিত। ঐ দুরাত্মা এক বিধবা রজকীর প্রণয়-পাশে আসক্ত হয় এবং উহার গর্ভে তাহার কতকগুলি পুত্রকন্যাও জন্মে।

এইরূপে জৈগীষব্য বহু পরিবারে জড়িত হইল এবং উহাদের ভরণপোষণের জন্য চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিল। সে এক প্রকাণ্ড লগুড় হস্তে লইয়া রাজভয়ে গিরিদুর্গ ও বন-দুর্গে পর্য্যটন করিত। দিবাভাগে যোগধ্যানে নিমগ্ন মুনিদিগের কৌপীন এবং রাত্রিযোগে নগর প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের ধনধান্য আত্ম-সাৎ করিত। এইরূপে ঐ দুর্বৃত্ত জৈগীষব্যের জ্বালায় বনবাসী ও নগরবাসী যাবদীয় লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কে যে চোর তৎকালে কেহ কিছুই ইহার অনুসন্ধান ক-রিতে পারিল না। পরে সকলে অতিমাত্র আকুল হইয়া রাজা ঋতপর্ণের নিকট গিয়া কহিল, মহারাজ! আমরা তস্করের উপদ্রবে বড় কাতর হইয়াছি, আমাদের সর্ব্বস্বান্ত হই-য়াছে। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

রাজা ঋতপর্ণ প্রজাদিগের এই দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া কহিলেন, প্রজাগণ! তস্করের সংখ্যা কত, এবং তাহারা কোথা হইতেই বা আইসে? তোমরা যদি জান ত বল।

প্রজারা কহিল, রাজন্! তস্করদিগের সংখ্যা যে কত এবং তাহারা কোথা হইতেই বা আইসে আমরা ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি না। এক্ষণে যাহা ভাল হয় আপনিই বিচার করিয়া দেখুন। ঋতপর্ণ কহিলেন, আচ্ছা, তোমরা যাও, যাহা ভাল হয় আমি তাহাই করিতেছি।

অনন্তর রাজা ঋতপর্ণ তদবধি সকলের গৃহে গৃহে নগরে নগরে বন উপবন ও নদ নদীতে রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। এবং স্বয়ং বীরবেশ ধারণ করিয়া সসৈন্যে সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক দিন দেখিলেন, রাত্রি দ্বিপ্রহরে ভীষণমূর্ত্তি তস্কর লগুড় হস্তে লইয়া বাহির হইয়াছে। তিনি উহাকে দেখিয়া কহিলেন, রে নির্ব্বোধ! তুই এই নিশাভোগে লগুড় হস্তে লইয়া কে যাই-তেছিস্, দাঁড়া, বুঝিয়াছি তুই বেটাই দুরা-চার চোর।

এই কথা শুনিয়া জৈগীষব্য ভীত মনে কম্পিত দেহে দাঁড়াইল। উহার মুখে আর কথাটী সরিল না। তখন রাজা ঋতপর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে শীঘ্র উহার নিকটস্থ হইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, তুই কে? কি জন্যই বা এই নিশাভোগে পর্য্যটন করিতেছিল? বল নচেৎ এখনই তোর শিরশ্ছেদন করিব।

তস্কর কহিল, আমি দুর্বৃত্ত চোর, সং-সার প্রতিপালনে সম্পূর্ণ অক্ষম বলিয়া চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করিয়া থাকি। তুমি কে? কেনই বা অশ্ব-পৃষ্ঠে কালান্তক যমের ন্যায় সশস্ত্রে বিচরণ করিতেছ? তোমায় দেখিবামাত্র আমার মনে বড় ভয় হইয়াছে।

অনন্তর রক্ষকেরা রাজাজ্ঞায় ঐ দুরাচারকে গিয়া ধরিল এবং সেই রাত্রিতে তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিল। পর দিন প্রাতঃকালে রাজা ঋতপর্ণ রাজসভায় আ-সিয়া রক্ষকগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা শীঘ্র সেই চোরকে এই স্থানে আনয়ন কর। রক্ষকেরাও বিলম্ব না করিয়া তাহাকে কারাগার হইতে তথায় আনিল। তখন ঋতপর্ণ ভীষণ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, রে দুর্মতি চোর! শোন্, তুই কোন্ জাতীয়? নির্ভয়ে বল কি জন্য চৌর্য্যবৃত্তি করিতে ছিস্?

তস্কর কহিল, মহারাজ! আমার যা কিছু স্মরণ হয় কহিতেছি শুনুন। আমি ব্রাহ্ম-

শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ॥ ৬

'অথ হ' 'প্রাণাঃ' এবং যথোক্তগুণাঃ সন্তঃ 'অহং শ্রেয়সি' 'অহং শ্রেয়ান্ অস্মি' 'অহং শ্রেয়ান্ অস্মি ইতি' 'ব্যূদিরে' নানা বিরুদ্ধঞ্চোদিরে উক্তবন্তঃ 'তে হ প্রাণাঃ' এবং বিবদমানা আত্মনঃ শ্রেষ্ঠত্ববিজ্ঞানায় 'প্রজাপতিং পিতরং' জনয়িতারং 'এত্য ঊচুঃ' 'ভগবন্ কঃ' 'নঃ' অস্মাকং মধ্যে 'শ্রেষ্ঠঃ ইতি' অভ্যধিকোগুণৈরিত্যেবং পৃষ্টবন্তঃ। 'তান্ হ উবাচ' পিতা 'যস্মিন্' 'বঃ' যুষ্মাকং মধ্যে 'উৎক্রান্তে' 'শরীরং' ইদং 'পাপিষ্ঠতরং ইব' কুণপমস্পৃশ্যমিব 'দৃশ্যেত' 'সঃ বঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি'। ৬

অতঃপর ইন্দ্রিয়গণ, আমি সকলের শ্রেষ্ঠ, আমি সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া, পরস্পর বিবাদ করত পিতা প্রজাপতির নিকট যাইয়া বলিল, ভগবন্! আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহার অভাবে শরীর অস্পৃশ্য অপবিত্রের ন্যায় দেখায়, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৬

সা হ বাগুচ্চক্রাম সা সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথা কলা অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তোমনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ বাক্ ॥ ৭

তথোক্তেষু পিত্রা প্রাণেষু 'সা হ বাক্' 'উচ্চক্রাম' উৎক্রান্তবতী। 'সা' চোৎক্রম্য 'সম্বৎসরং' 'প্রোষ্য' স্বব্যাপারান্নিবৃত্তা সতী পুনঃ 'পর্য্যেত্য' ইতরান্ প্রাণান্ 'উবাচ' 'কথং' কেন প্রকারেণ 'অশকত' শক্নোবন্তো যযং 'ঋতে মৎ' মদৃতে মাং বিনা 'জীবিতুং ইতি" ধারয়িতুমাত্মানং। তে হোচুঃ 'যথা' 'কলাঃ' মূকাঃ 'অবদন্তঃ বাচা জীবন্তিঃ 'প্রাণান্ত' প্রাণেন' পশ্যন্তঃ চক্ষুষা' 'শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ' 'ধ্যায়ন্তঃ মনসা' সর্ব্বকরণচেষ্টাং কুর্ব্বন্তইত্যর্থঃ। 'এবং ইতি' এবং বয়মজীবিষ্মেত্যর্থঃ। আত্মনোঽশ্রেষ্ঠতাং প্রাণেষু বুদ্ধা 'প্রবিবেশঃ হ বাক্' পুনঃ স্বব্যাপারে প্রবৃত্তা বভূবেত্যর্থঃ। ৭

ইহাতে বাক্য শরীর হইতে উঠিয়া গেল। এবং সে সম্বৎসর কাল কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া পুনরায় আসিয়া বলিল আমার ব্যতীত তোমরা কি প্রকারে বাঁচিয়াছিলে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল—মূক ব্যক্তিরা যেমন বাক্য না কহিয়া, প্রাণে প্রাণন্ করে, চক্ষুতে দেখে, কর্ণে শুনে, এবং মনে আলোচনা করে, সেই রূপে বাঁচিয়া ছিলাম। ইহা শুনিয়া বাক্য শরীরে প্রবেশ করিল। ৭

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথাঽন্ধাঽপশ্যন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তোবাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি। প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ। ৮

'চক্ষুঃ হ উৎচক্রাম' 'তৎ সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্য উবাচ 'কথং অশকত ঋতে মৎ জীবিতুং ইতি'। তে হোচুঃ। 'যথা অন্ধাঃ অপশ্যন্তঃ 'প্রাণন্তঃ প্রাণেন' 'বদন্তঃ বাচা' 'শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ' 'ধ্যায়ন্তঃ মনসা' এবং ইতি' 'প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ'। ৮

চক্ষু শরীর হইতে উঠিয়া গেল। এবং সে সম্বৎসর কাল কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া পুনরায় আসিয়া বলিল আমার ব্যতীত তোমরা কি প্রকারে বাঁচিয়াছিলে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল—অন্ধ ব্যক্তিরা যেমন চক্ষে দর্শন না করিয়া, প্রাণে প্রাণন করে, বাক্যে বলে, কর্ণে শ্রবণ করে, এবং মনে আলোচনা করে, সেই রূপে বাঁচিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া চক্ষু শরীরে প্রবেশ করিল। ৮

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম তৎ সম্বৎসরং পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তোবাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা ধ্যায়ন্তোমনসৈবমিতি। প্রবিবেশ হ শ্রোত্রং ॥ ৯

'শ্রোত্রং হ উৎচক্রাম' 'তৎ সম্বৎসরং পরি এত্য উবাচ' 'কথং অশকত ঋতে মৎ জীবিতুং ইতি'। 'যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন' 'বদন্তঃ বাচা' 'পশ্যন্তঃ চক্ষুষা' 'ধ্যায়ন্তঃ মনসা' 'এবং ইতি' 'প্রবিবেশ হ শ্রোত্রং ॥ ৯

শ্রোত্র শরীর হইতে উঠিয়া গেল। এবং সে সম্বৎসর কাল কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া পুনরায় আসিয়া বলিল, আমার ব্যতীত তোমরা কি প্রকারে বাঁচিয়াছিলে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল—বধিরেরা যেমন কর্ণে না শুনিয়া প্রাণে প্রাণন করে, বাক্যে বলে, চক্ষে দর্শন করে এবং মনে

আলোচনা করে, সেই রূপে বাঁচিয়াছিলাম ইহা শুনিয়া শ্রোত্র শরীরে প্রবেশ করিল। ৯

মনোহোচ্চক্রাম তৎ সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথা বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো-বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি প্রবিবেশ হ মনঃ ॥ ১০

'মনঃ হ উৎচক্রাম' 'তৎ সম্বৎসরং পরি এত্য উবাচ' 'কথং অশকত ঋতে মৎ জীবিতুং ইতি'। যথা বালাঃ অমনসঃ' অপ্রারূঢ়মনস ইত্যর্থঃ 'প্রাণন্তঃ প্রাণেন' 'বদন্তঃ বাচা' 'পশ্যন্তঃ চক্ষুষা' 'শৃণ্বতঃ শ্রোত্রেণ' 'এবং ইতি' 'প্রবিবেশ হ মনঃ' ॥ ১০

মন শরীর হইতে উঠিয়া গেল। এবং সে সম্বৎসর কাল কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া পুনরায় আসিয়া বলিল আমার ব্যতীত তোমরা কি প্রকারে বাঁচিয়াছিলে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল—বালকেরা যেমন মনে মনন না করিয়া প্রাণে প্রাণন করে, বাক্যে বলে, চক্ষে দর্শন করে এবং কর্ণে শ্রবণ করে এই প্রকারে বাঁচিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া মন শরীরে প্রবেশ করিল। ১০

অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষ্যন্ত্স যথা সুহয়ঃ পড়ীশশঙ্কূন্ সঙ্খিদেদেবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদত্তং হাভিসমেত্যোচুর্ভগবন্নেধি ত্বন্নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি মোৎক্রমীরিতি ॥ ১১

এবং পরীক্ষিতেষু বাগাদিষু 'অথ' অনন্তরং 'হ' 'সঃ 'প্রাণঃ' মুখ্যঃ প্রাণঃ 'উচ্চিক্রমিষ্যন্' উৎক্রান্তমিচ্ছন্' কিং অকরোদিত্যুচ্যতে। 'যথা' লোকে 'সুহয়ঃ' শোভনোহশ্বঃ 'পড়ীশশঙ্কূন্' পাদবন্ধনকীলান্ পরীক্ষণায়া-রূঢ়েন কশয়াহতঃ সন্ 'সঙ্খিদেৎ' সমুৎপাটেৎ 'এবং ইতরান্ প্রাণান্' বাগাদীন্ 'সমখিদৎ' সমুৎখিদৎ সমুদ্ভবান্। তে প্রাণাঃ সঞ্চালিতাঃ সন্তঃ স্বস্থানে স্থাতুমনুৎসাহমানাঃ 'হ' 'অভিসমেত্য' 'তং' মুখ্যপ্রাণং 'উচুঃ' হে 'ভগবন্' 'এধি' ভব নঃ স্বামী যস্মাৎ 'ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠঃ অসি' 'মা' চাস্মাদ্দেহাৎ 'উৎক্রমীঃ ইতি' ॥ ১১

অনন্তর মুখ্য প্রাণ শরীর হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করাতেই, যেমন বীর্য্যবান্ ঘোড়া কশাঘাতে তাহার পাদবন্ধন সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তদ্রূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। তখন তাহারা সকলে একত্র হইয়া মুখ্য প্রাণকে বলিল, হে ভগবন্! আপনি আমাদের প্রভু হউন্, আপনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনি শরীর হইতে উঠিয়া যাইবেন না। ১১

অথহৈনং বাগুবাচ যদহং বসিষ্ঠোঽস্মি তৎ তদ্বসিষ্ঠোঽসীত্যথ হৈনং চক্ষুরুবাচ যদহং প্রতিষ্ঠাস্মি তৎ তৎ প্রতিষ্ঠাসীতি ॥ ১২

'অথ হ এনং বাক্ উবাচ' 'যৎ' ইতি ক্রিয়াবিশেষণং 'অহং' 'বসিষ্ঠঃ অস্মি, যদ্বসিষ্ঠত্বগুণাস্মীত্যর্থঃ 'ত্বং তৎ বসিষ্ঠঃ অসিইতি' তদ্গুণস্ত্বমিত্যর্থঃ। 'অথ হ এনং চক্ষুঃ উবাচ' 'যৎ অহং প্রতিষ্ঠা অস্মি' 'ত্বং তৎ প্রতিষ্ঠা অসি ইতি' ॥ ১২

অনন্তর বাক্য আসিয়া প্রাণকে বলিল, আমি যে বসিষ্ঠ সে আপনিই। পরে চক্ষু আসিয়া বলিল আমি যে প্রতিষ্ঠা সে আপনিই। ১২

অথ হৈনং শ্রোত্রমুবাচ যদহং সম্পদস্মি ত্বং তৎ সম্পদসীত্যথ হৈনং মন উবাচ যদহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি ॥ ১৩

'অথ হ এনং শ্রোত্রং উবাচ' 'যৎ অহং সম্পৎ অস্মি' 'ত্বং তৎ সম্পৎ অসি ইতি' 'অথ হ এনং মন উবাচ যৎ অহং আয়তনং অস্মি ত্বং তৎ আয়তনং অসি ইতি' ॥ ১৩

পরে শ্রোত্র আসিয়া ইহাকে বলিল, আমি যে সম্পৎ সে আপনিই এবং মন আসিয়া বলিল আমি যে আয়তন সে আপনিই। ১৩

ন বৈ বাচোন চক্ষুংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণাইত্যেবাচক্ষতে প্রাণোহ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি ॥ ১৪

যুক্তমিদং বাগাদিভির্মুখ্যং প্রাণং প্রত্যভিহিতং যস্মাৎ 'ন বৈ' লোকে 'বাচঃ' 'ন চক্ষুংষি' 'শ্রোত্রাণি' 'ন মনাংসি ইতি' করণানি 'আচক্ষতে' কিন্তর্হি। 'প্রাণাঃ ইতি আচক্ষতে' কথয়ন্তি যস্মাৎ 'প্রাণঃ হি এব এতানি সর্ব্বাণি' বাগাদীনি করণজাতানি 'ভবতি'। অতোমুখ্যং প্রাণং প্রত্যনুরূপমেব বাগাদিভিরুক্তমিতি ॥ ১৪

লোকে বাক্য চক্ষু শ্রোত্র মন ইত্যাদি বলে না কিন্তু তাহাদিগকে প্রাণ বলিয়া ব্যক্ত করে। যেহেতু মুখ্য প্রাণই এই সকল ইন্দ্রিয়। ১৪

রূষ কখন তুষার-মণ্ডিত গিরি-চূড়ায়, কখন নিবিড় তমসাচ্ছন্ন ভূগর্ব্ভে, কখন বা সুনীল আকাশমার্গে, কখন মকর-কুম্ভীর-পূর্ণ সাগর-তলে আরোহণ অবতরণ করেন, কখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুভূত তত্ত্ব সকল পরীক্ষায় সপ্রমাণ করিবার জন্য যেরূপ নির্ভীক-হৃদয়ে স্বীয় শরীর ও জীবনের উপর কতশত বিঘ্ন ইচ্ছাপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া সত্যের আবিষ্কার, জ্ঞানের বিমল-জ্যোতি বিস্তার করেন; দেশরক্ষা—স্বাধীনতারক্ষার জন্য পুরুষ যেমন অম্লান-মুখে, উৎসাহ-পূর্ণ-হৃদয়ে শত্রুদল-বিনাশ-উদ্দেশে সমর-ক্ষেত্রে মূর্ত্তিমান মৃত্যু-মুখে ধাবিত হয়েন, ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য-সাধন নিমিত্ত যে প্রকার কঠোর তপস্যা, নিদারুণ কষ্ট, দেব-সদৃশ বৈরাগ্য-ভাব প্রদর্শন-পূর্ব্বক জন-সমাজের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া থাকেন; এমন অনুপম শূরত্ব বীরত্ব দেবত্বের চিহ্ন, পুরুষ ভিন্ন আবার নারী-কুলে সহসা দৃষ্ট হয় না। পুরুষের স্বদেশ ও স্বাধীনতা এবং ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য যেমন জীবন উৎসর্গ এবং নারীর সন্তান-সন্ততির নিমিত্ত তেমনি প্রাণ-ত্যাগের সংবাদ সকল-কালে সকল-দেশে, সকল জাতীয় ইতিহাস-পুরাবৃত্তে এবং প্রতি দিনের ঘটনায় জাজ্বল্যতর-রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই হেতুই সুস্পষ্ট-রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, যে করুণা-পূর্ণ পুরুষ জগতের কল্যাণ উদ্দেশে নর-নারীর বিভিন্ন-রূপ কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাঁহার পৃথ্বী-রাজ্যের সুখ-সম্পদ, জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি-সাধন করিতেছেন। অতএব যত আমরা প্রাণ পণে ঈশ্বর-অভিপ্রেত নর-নারীর প্রকৃতি-পার্থক্য এবং কার্য্য-প্রভেদ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিব, ততই এই ধরাধাম স্বাস্থ্য-সম্পদ ও সুখ-শান্তির আলয় হইয়া উঠিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

নর-নারীর প্রকৃতি-পার্থক্য ও কার্য্য-প্রভেদ থাকাতেই, পুরুষ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে উৎকট পরিশ্রম করত গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া নারীর সুধাময় বাক্যালাপে, প্রেম-পূর্ণ সেবা শুশ্রূষায়, গৃহকার্য্যের সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলায়, সাময়িক অন্ন-পান-লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া সকল কষ্ট-ক্লেশই বিস্মৃত হইয়া থাকেন। নারীও পুরুষের সন্নিধানে, বিষয়-ক্ষেত্র ও রাজ্য-সাম্রাজ্য-ঘটিত নানা সংবাদ এবং জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিষয়ক কথোপকথন দ্বারা বহুজ্ঞতা-লাভে সমর্থ হইয়া ধর্ম্ম—ঈশ্বরে অধিকতর অনুরক্ত হইতে পারেন এবং অর্থোপার্জ্জনের কষ্ট ক্লেশের পরিচয় পাইয়া মিতাচার ও মিতব্যয়িতা শিক্ষা করত সংসারের প্রভূত কল্যাণ-সাধনে সমর্থ হয়েন। পরস্পর স্বভাব-প্রকৃতি, প্রেম-সদ্ভাব, জ্ঞানধর্ম্ম প্রভৃতির বিনিময়াদি দ্বারা, নর-নারী উভয়েই শিক্ষিত, উন্নত ও সুখী হইবে, এই জন্যই করুণানিধান পরমেশ্বর তাহারদিগের বিচিত্র প্রকৃতি ও বিভিন্নরূপ কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যান মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যান।

মঙ্গল আলয়, সকল সময়, দেখা দেন ভক্তগণে।
দেখি তাঁর রূপ, অমৃত অরূপ, মজ সদা প্রীত মনে।

স্বপ্রকাশ মঙ্গল স্বরূপ।
হের যথা দেখ তাঁর রূপ।
যে তাঁরে একান্তে চায়, দেখিবারে সেই পায়
রূপহীন রূপ অপরূপ!
কি নীল উজ্জ্বল নভস্তল।
চন্দ্র তারা সূর্য্যে ঝল মল।

কেন ফুলকুল চারু পরকাশে।
করে আমোদিত মধুর সুবাসে॥
কেন পাখী গায় সুললিত গান।
হরণ করিয়া জগজন প্রাণ॥
কেন বা গোমুখী জাহ্নবী উগরে।
কেন নায়াগারা অবিরত ঝরে॥
কেন মেঘ দান করে বৃষ্টি জল।
কেন তরু নানা বিতরে সুফল॥
কেন দিবাকর মনোহর করে।
জগৎ সুন্দর সমুজ্জ্বল করে॥
কেন বা চাঁদের মোহন চাঁদিমা।
এসব কাহার কাহার মহিমা?
কেন বিশ্ব হয় মধুরিমা ময়?
এ সুন্দর সৃষ্টি কাহা হতে হয়?
সৃষ্টির আড়ালে থাকেন যে জন।
দেখ তাঁরে খুলি মানস নয়ন?
হৃদয় পরাণ হরিতে তোমার।
করিলেন বিশ্ব শোভার ভাণ্ডার॥
তিনি প্রাণারাম দয়া-অতুলন।
মানব-নয়ন-হৃদয়-রঞ্জন॥
তাঁহার ইচ্ছায় তপন উজলে।
সুমধুর গায় বিহঙ্গম দলে॥
রাকাশশী তাঁর সুধা ধারা ক্ষরে।
সন্ধ্যার গগন চারু শোভা ধরে॥
তিনি প্রেমময় মঙ্গল আলয়।
বিশ্ব তাঁর প্রেম দেয় পরিচয়॥
কেন তাঁর প্রেম অজস্র বরষে?
তোমারে মানব! রাখিতে হরষে॥
দেখ তাঁর দয়া গাও তাঁর নাম।
ভক্তি ভরে তাঁরে করহ প্রণাম॥

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ঊনত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

নূতন পুস্তক।

মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত। শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ।৵০ ডাক মাশুল ১০ আনা।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩।
শ্রাবণ ও ভাদ্র।
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৮১০॥ ৬
পূর্ব্বকার স্থিত	২৮২৯।৶ ৯
সমষ্টি	৩৬৪০। ৩
ব্যয়	৭৯০।৵০
স্থিত	২৮৪৯॥৵ ৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১২৩।৶০
দান প্রাপ্তি	
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৪৲
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০৲
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০৲
" নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	১০৲
" মণিলাল মল্লিক ..	৫৲
" শ্রীনাথ মিত্র ...	৩৲
" ভূমেশচন্দ্র বসু ...	২৲
" হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ফিরোজপুর)	১॥৵০
" ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস (উনাও)	১৲
পরলোক গত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৬৪৲
	১২০॥৵০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	২৸০
	১২৩।৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২২৮
পুস্তকালয় ...	২৭।৬
যন্ত্রালয় ...	৪০২৸/৬
গচ্ছিত ...	২৮৸৶৬
সমষ্টি	৮১০॥ ৬

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৪৭॥৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.. ...	১৯৩॥৵০
পুস্তকালয়	১৩৪৸৶৬
যন্ত্রালয়	২৬৬৸
গচ্ছিত	৩১।০
ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূল ধন	১৬,
সমষ্টি	৭৯০।৵০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯০৯। কলিগতাব্দ ৪৯৮৩। ১ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

ঈশ্বর চিন্ত্য এবং অচিন্ত্য।

পূর্ব্বকালে বিদেহপতি রাজর্ষি জনক বহুদক্ষিণ নামক একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই মহাযজ্ঞে কুরু ও পাঞ্চাল দেশ হইতে অনেকানেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া আইসেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বহু তর্ক ও বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। এই অবসরে উষস্তশ্চাক্রায়ণ নামক একজন ঋষি তেজস্বী যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্ন করেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য! যেমন এই অশ্ব, এই গো, বলিয়া প্রত্যক্ষ গো-অশ্বকে জানা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া উপদেশ কর। ইহার উত্তরে সেই প্রশান্ত যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিলেন যে—'ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ' দৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা তাঁহাকে দর্শন করা যায় না। 'ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াৎ' শ্রুতির যিনি শ্রোতা তাঁহাকে শুনা যায় না। 'ন মতের্ম্মন্তারং মন্বীথা' মনের যিনি মননকর্ত্তা তাঁহাকে মনন করা যায় না। 'ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ' বিজ্ঞানের যিনি বিজ্ঞাতা তাঁহাকে জানা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য ঈশ্বরকে প্রথমে এই রূপে দুর্দ্দর্শ ও দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন 'এষত আত্মা সর্ব্বান্তরোঽতোঽন্যদার্ত্তং' এই তোমার আত্মার আত্মা সকলের অন্তরে গূঢ়-রূপে রহিয়াছেন; তাঁহা ব্যতীত আর সকলি কিছুই নয়, সকলেই শোক-দুঃখে পাপে তাপে প্রপীড়িত।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর অতি সরল ও স্বাভাবিক। সর্ব্বান্তর ব্রহ্ম আমারদের চক্ষু-কর্ণের, বাক্য-মনের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই অগম্য হউন, আমাদের ধ্যান ও চিন্তার অতল প্রদেশে যতই লুক্কায়িত থাকুন, আমরা যদি তাঁহাকে সহজ জ্ঞানে সহজ চিন্তায় না পাইতাম, আমারদের জন্মদাতা পিতার ন্যায় সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করিতাম তবে কি আমারদের এই মনুষ্য-জীবন ধারণ করা সহজ হইত? অসুখ অশান্তির গভীর গাঢ় বিষাদে কোথায় ডুবিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস-বিহীন হইয়া মরিয়া রহিতাম। কিন্তু ধন্য! যে সেই প্রাণের প্রাণ আপনি আপনাকে দান করিয়া আমারদের সকল অভাব মোচন করিয়াছেন। সকল দানের অপেক্ষা এই তাঁহার প্রধান দান।

ঈশ্বর এই জগতের স্রষ্টা, তিনি সকলের মূলাধার, তিনি তাহার মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া বাস করিতেছেন এবং তাঁহার অনুপম জ্যোতি ও সৌন্দর্য্য এই বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক অণু পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই সত্যটি আমারদের প্রতিজনের মজ্জায় মজ্জায় এবং এই স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়ের বলেই আমরা তাঁহার অচিন্ত্য মহিমাকেও চিন্তাতে ধারণা করিতে পারি। একবার ঊর্দ্ধনেত্রে ঐ বিতত দ্যুলোকের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে তাঁহার মহিমার জ্বলন্ত চিহ্ন সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, এই পৃথিবীর উপরেই তাঁহার জ্ঞান শক্তির কত অগণ্য পরিচয় রহিয়াছে। যেমন আমাদের দৃষ্টির অন্তর্ভূত তাঁহার সৃষ্ট পদার্থপুঞ্জ দ্বারা তাঁহার জ্ঞান প্রেম উপলব্ধি করি, তেমনি তত্ত্ববিদ্যার প্রমাণ-সকলের দ্বারাও আমারদের দৃষ্টির অগোচর তাঁহার জ্ঞান শক্তির রাশি রাশি পরিচয় আমারদের প্রত্যয়ে আসিতেছে—তাহাদের গতি প্রণালী এবং উৎপত্তি স্থিতির মধ্যে তাঁহার কি অতুল্য মঙ্গল ইচ্ছা ও অসীম জ্ঞান আলোচনায় প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্য-সৃষ্টির আরম্ভ হইতে, মনুষ্য-হৃদয়ে জ্ঞান বুদ্ধির ও বিশ্বাসের উপক্রম হইতে, সকল দেশের সকল জাতীয় লোকই তাঁহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে। ঈশ্বর-জ্ঞান মনুষ্য-হৃদয়ে সহজ

ও সরল। অতএব ঈশ্বর আপনিই আসিয়া আমারদের নিকট আপনাকে প্রকাশ করেন—আমারদের জ্ঞান চিন্তায় আবির্ভূত হন। উপনিষদে ঈশ্বরের তিনটি হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী বিশেষণ আছে—'আবিঃ' তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশমান। 'সন্নিহিতং' তিনি আমাদের অতি নিকটে সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। 'গুহাচরন্' তিনি আমারদের হৃদয়ের গুহার মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। এই গুলি সরল-বিশ্বাস-প্রণোদিত অতি সত্য কথা। ঈশ্বরকে যখন আমরা এই প্রকারে সাক্ষাৎ দর্শন করি, তাঁহার সর্ব্বত্র প্রকাশ উপলব্ধি করি, তখন তাঁহার মহান্ ভাব আমরা বুঝিতে পারি এবং সংসারকর্ত্তার সহিত সাংসারিক জীবের যে সম্বন্ধ তাহা স্থাপিত হয়। মনুষ্যের সহিত তাঁহার যত টুকু সম্পর্ক তাহা এই। তাই বলিয়া এই জগতের সঙ্গেই যে তাঁহার সকল সম্বন্ধ আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে। তিনি যেমন এই জগতের কারণ, জগতের পাতা, ধাতা বিধাতা; তেমনি তিনি আবার স্বতন্ত্র নিরবদ্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত এবং আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার বাহিরে যেমন এই এক জগৎ রাজ্য, তেমনি তাঁহার অন্তরে তাঁহার নিজের সেই এক স্বতন্ত্র রাজ্য। এখানে যেমন তিনি এই জগতের মঙ্গল করিতেছেন সেখানে তেমনি তিনি নিজানন্দে আপনার মঙ্গল ভাবে পূর্ণ রহিয়াছেন। অমরা সৃষ্ট পরিমিত জীব, এবং পরিমিত ভাবেই আমারদের সকল প্রকার চিন্তার অবসান। তবে তাঁহার সেই অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ মঙ্গলকে আমরা কি প্রকারে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি? চিন্তা-স্রোতে ভাসিয়া কি প্রকারে তাহার পারে যাইতে পারি? সেখানে তিনি আমাদের অচিন্ত্য—সেখানে তিনি আমাদিগের নিকট হইতে আপনাকে লুকাইয়া রাখেন। তাঁহার সেখানকার ভাব আমরা কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারি না। 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ'। সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন যায় না। কিন্তু এখানে তিনি আমারদিগের সর্ব্বস্ব। এখানে, 'সনোবন্ধুর্জ্জনিতা সবিধাতা'—তিনি আমারদের বন্ধু, পিতা এবং বিধাতা। মানব পিতা তাঁহার পুত্রের ভাবনা যতটুকু ভাবেন, তাহাকে লালন পালন স্নেহ মমতা যতটুকু করেন, তাহারই মধ্যে তাঁহার পিতৃত্বের পূর্ণতা—সেই পিতৃত্বকে পূর্ণ রূপে অধিকার করিয়াই মনুষ্য এখানে তৃপ্ত আছে। আমরা জগৎপিতার শিশু সন্তান। আমরা তাঁহাকে পিতা মাতা বন্ধু বলিয়া জানি। এবং আমাদের সকল অবস্থাতে তাঁহাকে সঙ্গের সঙ্গীরূপে অনুভব করিয়া চরিতার্থ হই। অতএব ঈশ্বরকে যেমন আমরা দীপ্যমান্ পিতা পাতা বলিয়া জানি, তেমনি আবার তাঁহার দেশ-কালাতীত গূঢ় গভীর ভাব আমরা জানি না—সেখানে তিনি আমাদের অগম্য অপার। তিনি যেমন আমারদের নিকট, তেমনি দূরে। তিনি যেমন আমারদের চিন্ত্য, তেমনি অচিন্ত্য। তিনি যে আমারদের অচিন্ত্য, তাহা আমারদের এই মনুষ্য জীবনের অধিকার ছাড়াইয়া। আর তাঁহাকে যে আমরা জানি, তিনি যে আমারদের নিকটে এবং আমারদের চিন্ত্য তাহা এই আমারদের মনুষ্য-জীবনের অধিকারের মধ্যে। পরে আমরা এই পৃথিবী লোক হইতে উঠিয়া যত দেবলোক হইতে দেবলোকে যাইতে থাকিব, তত আমারদের জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবের আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে; ততই আমরা অধিক পরিমাণে তাঁহার জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবের পরিচয় পাইতে থাকিব। কিন্তু কখনো তাঁহার অনন্ত স্বরূপ জানার শেষ

রয়েছেন বটে তিনি সন্ধ্যার শোভায়।
তামসী রজনী কিম্বা সচন্দ্র নিশায়॥
নদী যথা কলরবে তাঁর গুণ গায়।
পর্ব্বত নিস্তব্ধ হয়ে তাঁহারে ধেয়ায়॥
কিন্তু তাঁর প্রিয় বাস হয় সাধুচিতে।
এমন আকাশে নহে নহে পৃথিবীতে॥
সাধুর মুখের কান্তি হয় কি উজ্জ্বল।
স্বর্গীয় লাবণ্যে তাহা করে ঢল ঢল॥
সাধু-মুখ-শ্রীতে তবে দেখ প্রেমময়ে।
যাঁহার প্রসাদ জাগে সাধুর হৃদয়ে॥

ইতি দ্বিতীয় ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

ঈশ্বর-প্রীতি।

আত্মার প্রধান লক্ষণের মধ্যে প্রীতি ও আনন্দ। সাংসারিক দুঃখ ক্লেশের উপর মনের বল দ্বারা আত্মাকে উত্থিত কর, দেখিবে যে আত্মা হইতে আপনাআপনি প্রীতি ও আনন্দ সমদ্ভূত হইতেছে কিন্তু আত্মার প্রীতি ও আনন্দৈষণা-বৃত্তি সাংসারিক কোন পদার্থ দ্বারা চরিতার্থ হয় না। কেবল পূর্ণরূপে সুন্দর ঈশ্বর তাহার ঐ বৃত্তিদ্বয়কে চরিতার্থ করিতে পারেন।

কোন কোন ব্যক্তি জন্মাবধি ধর্ম্মানুরাগী ও ধার্ম্মিক। তাঁহাদিগের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বলিতে হইবে। কেন যে ঈশ্বর তাঁহাদিগের প্রতি এ প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করেন তাহা বুদ্ধির অগম্য। তাঁহার অনেক কার্য্য বুঝা যায় না। নিজে ঈশ্বর না হইলে ঈশ্বরের সকল কার্য্য বুঝা যায় না। যাঁহাদিগকে ঈশ্বর এরূপ স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরায়ণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই এই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহাদিগের কোন অধিকার নাই যে, কেন তাহারা এরূপ সৃষ্ট হইল। কুম্ভের কি অধিকার আছে যে কুম্ভকারকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি এইরূপ আকার দিয়া কেন আমাকে সৃষ্টি করিলে? কিন্তু যাহাদিগের প্রতি ঈশ্বর উল্লিখিত অনুগ্রহ প্রকাশ করেন নাই তাহাদিগকে এই মহৎ অধিকার দিয়াছেন যে তাহারা আত্মপ্রভাব ও দেবপ্রসাদ সহকারে ধার্ম্মিক হইতে পারে। স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তির সম্বন্ধেও আত্মচেষ্টা আবশ্যক কিন্তু শেষোক্ত প্রকার ব্যক্তি সম্বন্ধে যেরূপ সেরূপ নহে। ভূমি-কর্ষণ যেমন আত্মপ্রভাবের এবং বর্ষণ যেমন দেবপ্রসাদের কার্য্য তেমনি মনুষ্যের আপনা দ্বারা আপনার ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন আত্মপ্রভাবের কার্য্য ও আত্মার উপর সেই ধর্ম্মোন্নতি সংসাধনের সাহায্য স্বরূপ তাঁহার অনুগ্রহ নিক্ষেপ দেবপ্রসাদের কার্য্য। সেই প্রসাদবারি ক্ষীণ মলিন সাংসারিক দুঃখে মুহ্যমান আত্মার উপর কখন্ বর্ষিত হইবে তাহার জন্য চাতকের ন্যায় প্রতীক্ষা করিয়া থাকা কর্ত্তব্য। তাঁহার দ্বারের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া থাকিলে একবার না একবার সে বারি বর্ষিত হইবে সন্দেহ নাই।

ঈশ্বর-প্রীতির প্রধান লক্ষণ তিনটি। প্রথম ঈশ্বর-প্রীতি নিষ্কাম, দ্বিতীয় ঈশ্বরের জন্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করা, তৃতীয় তাঁহার সহিত গাঢ় সম্মিলনের ইচ্ছা।

ঈশ্বর-প্রীতি নিষ্কাম। ঐহিক অথবা পারত্রিক সুখের কামনায় ঈশ্বরকে প্রীতি করা প্রকৃত ঈশ্বর-প্রীতি নহে। যে ব্যক্তি বন্ধুকে কেবল তাঁহার গুণ জন্য ভালবাসে, তাঁহা দ্বারা কোন সাংসারিক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ভালবাসে না, সেই ব্যক্তির বন্ধুতা প্রকৃত বন্ধুতা। প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি সেই পরম বন্ধুর নিকট সেই পরম বন্ধু ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করেন না। তিনি সাংসারিক কার্য্য সকল নিষ্কাম হইয়া করেন। তিনি জানেন যে কার্য্যেতে তাঁহার অধিকার আছে, কার্য্যের ফলে তাঁহার অধিকার নাই।

কার্য্যের ফল তাঁহার পরম প্রিয়তম ঈশ্বরের হস্তে।

ঈশ্বর-প্রীতির দ্বিতীয় লক্ষণ ঈশ্বরের জন্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করা। প্রকৃত বন্ধু যেমন তাঁহার বন্ধুর জন্য ত্যাগস্বীকার করেন এবং দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করেন ঈশ্বরপ্রেমী ব্যক্তিও সেইরূপ ঈশ্বরের জন্য ত্যাগস্বীকার করেন ও সাংসারিক দুঃখ কষ্ট তাঁহার প্রেরিত জানিয়া তাহা সহ্য করেন। তিনি এইরূপ মনে করেন যে যদি ঈশ্বর তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া ঈশ্বরপ্রেমী না করিতেন তবে কি আর রক্ষা থাকিত? তাঁহার মহা-বিনাশ উপস্থিত হইত। ঈশ্বরব্যতীত সংসারে এমন কোন্ স্থান আছে যে যেখানে গিয়া তাঁহার হৃদয় জুড়াইবেন, আর তাঁহার সংসানলে দীপ্ত শির শীতল করিবেন? এই সংসারে "চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং" অনেক-কালস্থায়ী বন্ধুতাও বন্ধুদিগের পরস্পারের অপূর্ণতা হেতু বিচলিত হইতেছে, "সম্পদ তড়িৎসমান উন্মীলি নিমীলয়ে" এখানে স্বচ্ছন্দতা লাভ করিবার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আমাদিগের জন্য অন্য পন্থা দৃষ্ট হইতেছে না। তুষারপতনের সময় মনুষ্য আপনার গৃহের অভ্যন্তরে অগ্নিসেবন করিয়া যেমন স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে সেই রূপ সে সাংসারিক দুঃখ হইতে পলায়ন করিয়া আত্মার প্রকৃত নিবাস ঈশ্বরে আশ্রয় লইয়া ঈশ্বর-প্রেমাগ্নি সেবন করিয়া স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে।

ঈশ্বর-প্রীতির আর একটি লক্ষণ ঈশ্বরের সহিত গাঢ় সম্মিলনের ইচ্ছা। আমরা ঈশ্বরে লয় অথবা নির্ব্বাণে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে শর্করা হওয়া অপেক্ষা শর্করা ভক্ষণ করা ভাল, তথাপি ঈশ্বর ও আত্মার মধ্যে সম্বন্ধ সম্পর্কে "লীন" শব্দ ব্যবহার না করিয়া আমরা থাকিতে পারিতেছি না; যেহেতু উক্ত শব্দ দ্বারা ঈশ্বরের সহিত আত্মার গাঢ় সম্মিলনের ভাব যেমন প্রকাশিত হয় এমন আর অন্য কিছুতেই নহে। পতঙ্গ যেমন দীপ্তাগ্নি ভাল বাসে আত্মা সেই রূপ ঈশ্বরকে ভাল বাসে। পতঙ্গ যেমন দীপ্তাগ্নিতে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হয় তেমনি ঈশ্বরপ্রেমী ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে বিনষ্ট হওয়াতে ক্ষতি বোধ করেন না। নদী যেমন সমুদ্রে গমন করিয়া তাহাতে অস্ত প্রাপ্ত হয় তেমনি ঈশ্বর-প্রেমীর সকল কামনা, সকল চিন্তা, সকল উদ্বোধ, সকল বাক্য ও সকল কার্য্য ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়। তাঁহার সকল চিন্তা ঈশ্বরে সমর্পিত, তাঁহার সকল কামনা ঈশ্বরে পর্য্যবসিত, তাঁহার সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ।

পৌরাণিক উপাখ্যান।

পূর্ব্বে কোন এক স্থানে জৈগীষব্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। ব্রাহ্মণের ঔরসে তাহার জন্ম, কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ অণুমাত্রও দৃষ্ট হইত না। সে বাল্যাবধি অতিশয় দুর্বৃত্ত ছিল, এই জন্য তাহার পিতা উপনয়ন না দিয়াই তাহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। তখন ঐ কুলাঙ্গার জৈগীষব্য তস্করের সঙ্গে মিলিয়া চৌর্য্যবৃত্তি করিতে লাগিল। কিন্তু তস্করেরা উহার স্বভাবদোষে তিতিবিরক্ত হইয়া উহাকে পরিত্যাগ করাতে সে লম্পটের আশ্রয় লইল। পরে লম্পটেরা উত্যক্ত হইয়া উহাকে পরিত্যাগ করাতে সে মদ্যপায়ীদিগের দলভুক্ত হইল। পরে মদ্যপায়ীরাও বিরক্ত হইয়া উহাকে দূর করিয়া দেওয়াতে সে ম্লেচ্ছদিগের সংসর্গ করিতে লাগিল। তখন ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় তাহার আহার এবং ম্লেচ্ছ

আমরা উভয়েই এই শিষ্যগণকে শিক্ষা প্রদান করি।

অনন্তর অরাড কালাম বোধিসত্ত্বকে বহু সম্মান প্রদান পূর্ব্বক শিষ্যমণ্ডলীর উপর তাঁহাকে তাঁহার নিজের সমানতা প্রদান করিলেন।

কিছু দিন এই ভাবে কাল যাপন করিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন যে, অরাড কালামের যে ধর্ম্ম তাহা মুক্তিপ্রদ নহে—ইহাতে মুক্তি দিতে পারে না। অতএব অরাড কালামের মুক্তি কি প্রকারে হইতে পারিবে? আমি এস্থান হইতে চলিয়া গিয়া উত্তরে পর্য্যটন করি।" তাহার পর বোধিসত্ত্ব আপন ইচ্ছানুসারে বৈশালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক মগধ দেশে যাত্রা করিলেন এবং মাগধদিগের রাজগৃহ নগরের অনুসরণ করিয়া পাণ্ডব পর্ব্বতের পার্শ্বে পার্শ্বে চলিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পর্ব্বত-রাজপার্শ্বে যখন তিনি একাকী অদ্বিতীয় হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন অসংখ্য অসংখ্য দেবতা অলক্ষে তাঁহার সংরক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার পরে কাল্য নামক স্থানে বাস করিয়া এবং সেখানে পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া তপোদ্বার দিয়া রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিলেন। যখন সেই পাত্র চীবরধারী অবিক্ষিপ্তেন্দ্রিয় বোধিসত্ত্ব রাজগৃহ নগরের প্রসারিত অট্টালিকার শ্রেণীর মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন, তখন সেখান কার অধিবাসীরা তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিল—ইনি কি ব্রহ্মা কি দেবরাজ ইন্দ্র, অথবা অগ্নি, কিম্বা কোন গিরিদেবতা?

শুভ্র মনোহর কান্তি তেজঃপুঞ্জে ভরা,
ধীর গতি—ধীর অতি সহজে মন্থরা—
মানসে চাঞ্চল্য নাই ইন্দ্রিয়েতে ক্রিয়া,
পাণ্ডব গিরির তলে বিহরেন গিয়া

সঙ্গেতে সাথিটি নাই বোধিসত্ত্ব ধীর
নিশিতে নির্জ্জনে, পরিব্রাজক গম্ভীর।
রাত্রি হলো শেষ, গেল অন্ধকার মালা
চারিদিকে ফুটিল চারিটি দিক্ বালা।
হেরিয়া প্রভাত মূর্ত্তি শাক্যের সন্তান
পরিধানে আঁটিল সুন্দর বাস খান।
করেতে সম্বল সন্ন্যাসির পিণ্ডদান
লয়ে রাজগৃহ প্রতি করিল প্রস্থান।
দৈবের কবচ অঙ্গে—বত্রিশ লক্ষণ
সকল শরীরে ফুটে কনক কিরণ।
হেরি সৌর করোজ্জ্বল কান্তি মনোহর,
না মানে সুতৃপ্তি নগরের নারী নর।
নেত্র-তৃষা মিটাতে রতন বাস পরি
অযুত চলিল তাঁর পিছে দিয়ে সারী।
বিস্ময়ে সবাই কহে কেগো এই নর,
রূপে আলো করিল সকল বাড়ী ঘর।
ছাদের উপরে কেহ, কেহ বাতায়নে
কেহ দ্বারে দাঁড়াইয়ে হেরে এক মনে।
গৃহিণী ছাড়িল ঘর, খেলা ধুলা বালা
অন্দর ছাড়িয়া গেল যুবতী মহিলা।
শূন্য হাট! কে করে বিক্রয় কেবা ক্রয়
ছুটে যায় শৌণ্ড ছাড়ি শুঁড়ির আলয়।
গৃহীর কি পথিকের না মিটে পিয়াস
হেরিয়া, হেরিলে রূপ বাড়ে অভিলাষ।
কেহ কেহ চলিল রাজার গৃহে ত্বরা
সুখ এ সন্দেশ বহি মহানন্দে ভরা।
বলে দেব! সুসন্দেশ, আজি ব্রহ্ম, পুরে
বিচরে স্বয়ং আসি কমণ্ডলু করে।
কেহ বলে নৃপ এই শচীপতি হবে
অন্যে বলে এ দেব 'সুযাম' খ্যাত দেবে
'নির্ম্মিত' কেহ বা কহে, কেহ 'সুনির্ম্মিত'
ভাস্কর চন্দ্রমা বলি কারু লয় চিত।
রাহু কিম্বা বলী কিম্বা হবে বেমচিত্রী
কেহ বলে পাণ্ডব শৈলের অধিষ্ঠাত্রী।
শুনি রাজা বিম্বসার সবার বচন
গবাক্ষে দাঁড়ায়ে তবে করে নিরীক্ষণ।

কি দেখে! কি বোধিসত্ত্ব মানব সন্তান?
সুদীপ্ত পাবকে কিম্বা স্বর্ণ দহ্যমান?
অনন্তর বোধিসত্ত্বে অন্ন করি দান
আজ্ঞাদিল নরপতি ডাকি দ্বারবান্—
দেখরে কোথায় যায় প্রবীণ সন্ন্যাসী
তথ্য লয়ে ত্বরা করি বল মোরে আসি।
আজ্ঞা পেয়ে দ্বারবান্ চলিল পশ্চাতে
দেখিল সন্ন্যাসী যায় পাণ্ডব পর্ব্বতে
দ্রুত আসি ভূমিপালে করে নিবেদন
পাণ্ডব পর্ব্বতে সন্ন্যাসীর যোগাসন।
ইহা শুনি প্রভাতে উঠিয়ে নরপতি
সঙ্গে করি পরিবার অমাত্য মহতি
উপনীত হইল পাণ্ডব গিরি-তলে
হেরিল ভূধর শোভা মহাকুতূহলে।
হেরিল বসিয়ে ধীর বোধিসত্ত্ব তথা
অটল পর্ব্বত চূড়া অকম্পিত যথা।
ত্যজিয়া শিবিকা দূরে হাঁটি গেল পায়ে
বসিল বোধির আগে তৃণ বিছাইয়ে
মস্তক নুয়াই করি চরণ বন্দন
বিবিধ প্রকারে কহে বিবিধ বচন।
রাজা বলে রাজ্য মোর যত আছে এই
তোমারে অর্দ্ধেক করি লহ আমি দেই।
যত রুচে অন্ন পান যত ভোগ চাও
কামনার অন্ত এ সম্পদ সুখ লও।
কহে বরবোধিসত্ত্ব সুকোমল বাণী
দীর্ঘ আয়ু হও, কিন্তু শুন নৃপমণি—
বিসর্জ্জন দিয়ে আমি মান রাজ্য ধন
শান্তির উদ্দেশে এবে করি পর্য্যটন।
নৃপ কহে নব্য দেহ নবীন যৌবন
প্রস্ফুটিত-পুষ্প তব অঙ্গের বরণ
বিপুল বিষয় লও, নারী রমণীয়া
কামনা করহ ভোগ মম রাজ্যে গিয়া
পেয়ে, আনন্দিত আমি, তব দরশন
আমি দাস হই তুমি লও রাজ্যধন।
উঠ উঠ বনে তুমি বসিও না আর
তৃণ ভূমে পাতিও না দেহ সুকুমার।
উত্তরে কহেন মৃদু শাক্যের তনয়
অকুটিল হিতকর বাক্য প্রেমময়।
নিত্য স্বস্তি হউক হে তোমার ভূপতে
কামনার তৃষা কিন্তু নাহি মম চিতে।
বিষসম কামনা অনন্ত দোষময়
কামনা তির্য্যক্‌যোনি প্রেতযোনি হয়,
বিদ্বজ্জনের কাম বিগর্হিত অতি
অনার্য্য কামনা তায় অনার্য্যের মতি
করিয়াছি অন্ন যথা ভুক্ত শেষ ভাগ,
হিত ভাবি অহিত কামনা পরিত্যাগ।
চ্যুত হয়ে ফল যথা পড়ে তরুমূলে
উড়ে যথা বলাহকা নীল অভ্রতলে
কিম্বা আশুগতি যথা আশুগতি যায়
শুভ-বিভীষিকা তথা কামনা খেলায়।
কামনা অলব্ধ যদি দহে হৃদি মন
লব্ধকাম নহে কভু তৃষা নিবারণ
শক্তি হীন জনে যদি উপজে কামনা
দুঃখের পাথারে সেই না পায় সীমানা।
যে সব কামনা ভুঞ্জে স্বরগে অমর
হে নৃপ, যা কিছু কিম্বা মর্ত্যধামে নর
একত্রে একাকী যদি লভে এক জন
তথাপি না হয় তার তৃষ্ণা নিবারণ।
কিন্তু হে ভূমিপ! যাঁরা শান্ত দান্ত ধীর
জ্ঞান লব্ধ আর্য্য ও অস্রব ধর্ম্ম বীর
তিরপিত তাহাদের কামনা পিয়াস
কাম-গুণ বিশিষ্টের নাহি মিটে আশ।
কেমন সে? যথা নৃপ অম্বু লবণিত
পীতাম্বু মানবে করে অধিক তৃষিত।
অপিচ ধরণিপাল, হের এই দেহ
অধ্রুব বিনাশী তথা যন্ত্রণার গেহ
নব দ্বার দিয়া সদা হতেছে ক্ষরণ
অতএব কাম ভোগে না করিব মন।
ছাড়িয়াছি রমণীয় রমণীর দল
ছাড়িয়াছি ধনমান সম্পদ সম্বল
অজ্ঞাতে, স্বজন সব সম্পদ ত্যজিয়া
ভ্রমি মাত্র শিব রব বোধির লাগিয়া।

রাজা কহিলেন।

হে যতি কহতো মোরে তব আগমন
কোন্ দেশ হতে, কোথা করিবে গমন?
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ কিম্বা হবে নরপতি
কেবা জন্মদাতা তব কোথায় বসতি?

বোধিসত্ত্ব কহিলেন।

বিদিত ধরণীপাল, অতি ঋদ্ধিমান্
আছয়ে কপিলপুর শাক্য জন স্থান
পিতা মম শুদ্ধোদন সেই রাজ্যেশ্বর
গুণানুসন্ধানে আমি ত্যজেছি নগর।

রাজা কহিলেন।

ধন্য সাধু, ধর্ম্ম তব জন্ম অনুযায়ী
কুল যথা উচ্চ, তথা গতি পুণ্যময়ী।
কি আর বলিব ত্রুটি ক্ষম মতিমান্
ক্ষুদ্র হয়ে করেছি যে অযথা আহ্বান।
তব লব্ধ বোধি আমি নিজ লাভ গণি
শিষ্য যবে আমরা তোমারে গুরু মানি
তা কেন? এখনি আমি গণি লভ্য মান
আমার বিজিতে যবে তুমি বর্ত্তমান।
প্রদক্ষিণ বোধি সত্ত্বে করি অতঃপর
শ্রীচরণে প্রণাম করিয়ে নরবর
বিদায় লইয়া সহ সর্ব্ব পরিজন
রাজগৃহ প্রতি ফিরে করিল গমন।
অতঃপর প্রবেশিয়া মগধের পুরী
অভিরুচি অনুসারে একেলা বিহরি
প্রসাদ বিতরি সবে বোধিসত্ত্ব ধীর
চলিয়া গেলেন সাধু অঞ্জনার তীর।

নর-নারীর ঐশ্বরিক কার্য্য-নির্দ্দেশ।

নর-নারীর প্রকৃতি-বৈচিত্র সন্দর্শন করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে করুণা-নিধান পরমেশ্বর পৃথ্বীতলে তাহারদিগের স্ব স্ব কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যত্ন চেষ্টা, বিচার-তর্ক, তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া তাহারদিগকে আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয় না। সূর্য্য যেমন দিবসে প্রখর জ্যোতিঃ চন্দ্র যেরূপ রজনীতে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বর্ষণ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ধরা-পৃষ্ঠে পুরুষ সেই প্রকার গুরুতর কষ্ট-সাধ্য কৃষি-বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি-উৎকর্ষ সাধন এবং স্ত্রী সংসার-আশ্রমে স্নেহ মমতা, প্রীতি-পবিত্রতা, প্রেম-সদ্ভাব, দয়া-ধর্ম্ম বিস্তারের নিমিত্তই প্রসূত হইয়াছে। পুরুষ বিষয়-রাজ্যের—লোক-সমাজের নেতা-নিয়ন্তা, পালক-রক্ষক, রাজা সর্ব্বাচ্ছাদক; স্ত্রী সংসার-আশ্রমের রক্ষয়িত্রী বিধাত্রী, কর্ত্রী পালয়িত্রী সকলই।

রাজ-শাসন বা সামাজিক নিয়মের প্রভাবে নর-নারীকে বিষয়-ক্ষেত্রে বা সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয় না; ভূচর ও জলচর প্রাণী যেমন আপনাপন স্বাভাবিক সংস্কার-প্রভাবে কেহ ভূ-পৃষ্ঠে, কেহ নদ-নদী-সমুদ্রে গমন করে, স্ত্রী পুরুষ তেমনি স্ব স্ব দেবদত্ত প্রকৃতির গুণেই একজন সাংসারিক কার্য্যে, আর এক জন বিষয়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। বস্তুতই মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা তাহারদিগকে আপনাপন অবলম্বিত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন জন্য তদুপযোগী শক্তি-সামর্থ্য, গুণ-ধর্ম্ম দ্বারাই বিভূষিত করিয়া দিয়াছেন। সেই কারণেই নারী, সাংসারিক কার্য্য-সম্পাদন ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা যেরূপ অপর্য্যাপ্ত সুখ-শান্তি সম্ভোগ করেন, পুরুষ সেই প্রকার বিষয়-বিত্ত উপার্জ্জন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধন, রাজ্য-সাম্রাজ্যের উন্নতি-সম্পাদন বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। জলচরকে ভূচরের কার্য্যে এবং ভূচরকে জলচর জীবের কর্ম্মে নিয়োগ করিলে যেমন উভয়েরই কষ্ট ক্লেশের পরিসীমা থাকে না, তেমনি

ণের পুত্র; এ কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু অদ্যাপি আমার উপনয়ন হয় নাই। আমার পত্নী কোন নীচজাতীয়া রজকী। আমার পুত্র কন্যাও অনেক গুলি আছে। আমি তাহাদিগেরই ভরণপোষণের জন্য গৃহে গৃহে চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া থাকি।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, তস্কর! তোমার পিতার নাম কি? এবং পূর্ব্বে তুমি কোন্ দেশেই বা ছিলে? তস্কর কহিল, মহারাজ! আমার পিতার নাম ধর্ম্মশীল কাসকর্ণ। উজ্জয়িনীতে আমার পূর্ব্বনিবাস; নাম জৈগীষব্য।

তখন রাজা ঋতপর্ণ উহাকে ব্রাহ্মণ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন এবং বিপ্রভক্তি হেতু বশিবার আসন দিয়া সমুচিত সৎকার পূর্ব্বক কহিলেন, বুঝিলাম, তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু কি জন্য তোমার এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত? তুমি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ধর্ম্মাচরণ না করিয়া কেন তস্কর হইয়াছ? আর জন্মাবধি এতদিন কি কি দুষ্কর্ম্মই বা করিয়াছ? তুমি অকপটে সমস্তই বল। পরে বিবেচনা করিয়া যা হয় তোমায় আজ্ঞা দিব।

তস্কর কহিল, মহারাজ! আমি পূর্ব্বে তস্করের সঙ্গে মিলিয়া চৌর্য্যবৃত্তি করিতাম। পরে তাহারা আমায় পরিত্যাগ করিলে আমি লম্পটদিগের সংসর্গে বেড়াইতাম। পরে তাহারাও পরিত্যাগ করিলে আমি মদ্যপায়ীদিগের আশ্রয় লই। পরে ইহারাও পরিত্যাগ করিলে ম্লেচ্ছের দলভুক্ত হইয়া পড়ি। এই সময়ে আমি একটী নির্ধন বিধবা রজকীর প্রণয়ে আসক্ত হই এবং তাহাকে চৌর্য্যলব্ধ অর্থে বশীভূত করি। ঐ রজকীর গর্ভে আমার কতকগুলি পুত্রকন্যা জন্মে। আমি তাহাদিগেরই ভরণপোষণের জন্য গৃহে গৃহে এইরূপ চৌর্য্যবৃত্তি করিতেছি। রাজন্! বাল্যে পিতা পরিত্যাগ করা অবধি আমি এই রূপ গর্হিত কার্য্যই করিয়াছি।

ঋতপর্ণ কহিলেন, সভ্যগণ! শুন, এই তস্কর, ব্রাহ্মণের পুত্র, বল, এক্ষণে আমি ইহার কি করিব। সভ্যেরা কহিল, রাজন্! কুকর্ম্মান্বিত বলিয়া এই ব্রাহ্মণ উপনীত হয় নাই, কিন্তু এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পুত্র। তজ্জন্য আপনি ইহাকে দণ্ড দিতে পারেন না। সুতরাং ইহার পক্ষে নির্ব্বাসন ব্যবস্থাই ভাল হইতেছে।

অনন্তর রাজা ঋতপর্ণ আপনার রাজ্য হইতে ঐ তস্করকে দূর করিয়া দিলেন। তখন ঐ পাপিষ্ঠ দুঃখ শোকে নিপীড়িত হইয়া বন প্রবেশ করিল। সে ক্রমশঃ দূর বনে গিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইল এবং এক বৃক্ষমূলে বশিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, হা! এখন আমার স্ত্রী পুত্র কোথায়! আর আমিই বা রাজদণ্ডে দূরীভূত হইয়া কোথায় যাই! ঐ দুরাত্মা এই চিন্তায় আকুল হইয়া অরণ্যে পর্য্যটন করিতে লাগিল। দেখিল, অদূরেই একটী পবিত্র পর্ণকুটীর; এবং তন্মধ্যে একটী ঋষি নিমীলিত নয়নে ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত ও স্থির, সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল এবং দেহপ্রভা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত। তিনি নাসাগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক নিশ্বাসবায়ু নিরোধ করিয়া আছেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধান বৃক্ষের বল্কল এবং করদ্বয় ক্রোড়ে ন্যস্ত। তিনি কুশাসনে অটল সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার মন ব্রহ্মযোগে নিমগ্ন এবং উহা দিব্যালোকে একান্ত সুপ্রকাশ। দুরাত্মা জৈগীষব্য ঐ মহর্ষিকে দেখিবামাত্র ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। সমস্ত দিন গেল তথাচ ঋষির ধ্যানভঙ্গ হয় না। তৎকালে জৈগীষব্য ক্ষুৎপিপাসায় অতিশয় কাতর ছিল। সে

ঐ অরণ্যে প্রফুল্লসরোজ সরোবর এবং ফলভারাবনত কুসুমিত বৃক্ষ সকল দেখিতে পাইল। তথায় বিহঙ্গগণ কলকণ্ঠে কলরব এবং ভ্রমরগণ গুণগুণ স্বরে গান করিতেছে। ইতস্ততঃ ময়ূরেরা চন্দ্রকশোভিত পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে এবং সুস্নিগ্ধ বায়ু বৃক্ষের কোমল পল্লব সকল মন্দ মন্দ কম্পিত করিয়া বহমান হইতেছে। তখন জৈগীষব্য বনের সুপক্ক ও স্বাদু ফল ভক্ষণ ও সরোবরের স্বচ্ছ ও শীতল জল পান করিয়া ঐ ঋষির আশ্রমে রাত্রিযাপন করিল।

এইরূপে তাহার বহু দিন অতীত হইয়া যায়। অনন্তর একদা ঐ ঋষির ধ্যানভঙ্গ হইল। উহাঁর নাম উদ্দালক। তৎকালে একেই ত রাজদণ্ডে জৈগীষব্য একান্ত অনুতপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে আবার ঋষির প্রশান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার নিকটস্থ হইয়া উহার মন পূর্ব্বকৃত পাপস্মরণে আরও কাতর হইয়া উঠিল। সে গিয়া জলধারাকুললোচনে মহর্ষির পদে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল এবং তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনের আবেগে অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিল।

তখন দয়ার সাগর ঋষি উহাকে ম্লান মুখে সম্মুখে রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তুমি কে? কেনই বা দুঃখে কাতর হইয়া এইরূপ রোদন করিতেছ?

জৈগীষব্য অজস্র অশ্রু বিসর্জন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, ভগবন্! আমি অতি দুরাত্মা, আমার সমান মহাপাতকী ত্রিজগতে আর নাই। আমি ঘোর নরকে নিমগ্ন, আপনি আমায় রক্ষা করুন। পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম, কিন্তু আমি বেদাচারবিহীন ও ধর্ম্মশূন্য; অদ্যাপি আমার উপনয়ন হয় নাই। আমি না করিয়াছি এমন দুষ্কর্ম্মই দেখি না। আমি নির্ধন নীচ রজকীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন এবং উদরান্নের জন্য বহুকাল চৌর্য্যবৃত্তি করিয়াছি। ব্রাহ্মণের আচার যে কি, এতাবৎ কাল তাহার কিছুই জানি না। এক্ষণে সকাতরে কহিতেছি আপনি এই মহাপাতকীকে পরিত্রাণ করুন।

কৃপালু উদ্দালক জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তুমি কে? তোমার নাম কি? নিবাসই বা কোথায়? এবং এস্থানে কোথা হইতেই বা আসিতেছ? সমস্তই বল।

জৈগীষব্য কহিল, ভগবন্! আমি কাসকর্ণের পুত্র, আমার নিবাস উজ্জয়িনী। আমি বাল্যাবধি দুর্বৃত্ত বলিয়া পিতা আমাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। আমার আচার ম্লেচ্ছের ন্যায় এবং আহার ম্লেচ্ছের ন্যায়। আমি যে সমস্ত পাপকার্য্য করিয়াছি তাহা স্বমুখে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হই। রাজা ঋতপর্ণ আমায় স্বরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন।

উদ্দালক কহিলেন, বৎস! শুন, যদি পার তো আমার এই সিদ্ধাশ্রমে থাকিয়া নিয়ত একাগ্রমনে নারায়ণের আরাধনা কর। এই বলিয়া মহর্ষি উদ্দালক ঐ আশ্রমপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান ব্যোমকেশকে দেখিবার নিমিত্ত বারানসীতে যাত্রা করিলেন।

তখন জৈগীষব্য মহর্ষির আদেশ ও উপদেশে নারায়ণকে ধ্যান করিতে লাগিল। নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তা করিয়া উহার সঞ্চিত পাপ সকল নষ্ট হইয়া গেল। পবিত্র পুণ্যজ্যোতি উহার মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। এই রূপ ব্রহ্মযোগ ও ব্রহ্মধ্যানে তাহার বহুকাল অতীত হইয়া যায়। অনন্তর একদা ভক্তবৎসল নারায়ণ উহাকে বরদান করিবার জন্য ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং উহাকে ধ্যাননিষ্ঠ দেখিয়া উহার হৃৎপুণ্ডরীক হইতে আপনার রূপ প্রত্যাহার পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া

রহিলেন। তখন জৈগীষব্য হৃদয়মধ্যে নারায়ণকে আর দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল সম্মুখে সেই দিব্য মূর্ত্তি বিরাজমান। তখন সে দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিল এবং উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দাঁড়াইল। অনন্তর নারায়ণ উহাকে মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে বরপ্রদান করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। যথায় সিদ্ধপুরুষেরা বাস করিয়া থাকেন তুমি সেই পবিত্র শান্তিনিকেতনে যাও। ব্রাহ্মণের কুলে তোমার জন্ম, কিন্তু অদ্যাপি উপনয়ন হয় নাই এবং তুমি বেদপাঠও কর নাই। অতএব তোমায় পুনর্ব্বার এই ভারতক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের কুলে জন্মিতে হইবে এবং উপনীত হইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক তপস্যা করিতে হইবে। তবেই আমি আবার প্রত্যক্ষ হইব। এই বলিয়া নারায়ণ অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর জৈগীষব্য যোগবলে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিল। তখন যমদূতেরা যমের আদেশে আসিয়া উহাকে পাশবন্ধনে যমলোকে লইয়া চলিল। তদ্দৃষ্টে বিষ্ণুদূতেরা আসিয়া উহাকে যমদূতের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল এবং সেই পাশে যমদূতদিগকে বন্ধন পূর্ব্বক ভগবান হরির নিকট উপস্থিত হইল। তখন হরি অগ্রে যমদূতগণকে পাশমুক্ত করিয়া কহিলেন, দেখ, তোমরা আমার আদেশে যমের নিকট গিয়া বল, যে ব্যক্তি অশেষ দুষ্কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে আমাকে ভজনা করে, সে নিষ্পাপ হইয়া নিশ্চয় আমাকেই পায়, অতএব, যম! যে ব্যক্তি আমার ভক্ত তাহার উপর তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই।

তাৎপর্য্য।

মনুষ্য সংসর্গ-দোষে এবং নিজের দুর্ব্বলতায় পাপে লিপ্ত হয়। কিন্তু সে যতই পাপ করুক না কেন, কোন না কোন সময় তজ্জন্য তাহার অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে। সে যেন নরকাগ্নিতে দগ্ধ ও অস্থির হয়। এই অশান্তিই তাহাকে তাড়িত বেগে ধর্ম্মের পথে আনিয়া ফেলে। তখন সে নিষ্পাপ হইয়া প্রাণারাম ঈশ্বরকে পায়। যে একবার পাপের ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে সে জানে পাপ কি তীব্র পদার্থ। সে প্রাণান্তেও আর সে দিকে যায় না। সে এই পৃথিবীতে স্বর্গের পর স্বর্গ, সুখের পর সুখ উপভোগ করে। সে ঈশ্বরের অভয় ক্রোড়ে নির্ভয় হয়। যখন এই ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিবার সময় আইসে, তখন তাহার ভয় হয় না। মৃত্যু তাহাকে আর বিভীষিকা দেখাইতে পারে না। কিন্তু এই সংসার যাহার সর্ব্বস্ব, পাপে পাপে যে আপনার আত্মাকে অসাড় করিয়া ফেলিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহারই ভয় হয়, সে অতীত জীবনে ঘোর অন্ধকার দেখে এবং ভবিষ্যৎ চিন্তায় তাহার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সে মৃত্যুকালে কাতর হইয়া বলে, হা! আমি কি করিয়াছি! আমার কি হইবে! কিন্তু যিনি পুণ্যাত্মা যখন স্বজনেরা নিস্তব্ধ হইয়া তাহার মুমূর্ষু মুখশ্রী আকুল হৃদয়ে দেখিতে থাকে, যখন গৃহে কেবলই হাহাকার ও আর্ত্তনাদ তখন তিনি অটল ও অচল। তিনি পবিত্র নিত্যধামে যাইতেছেন তাঁহার আর কিসের ভয়। পুরাণকর্ত্তা মহর্ষি এই নিগূঢ় উপদেশ দিবার জন্যই এই উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। এবং কহিয়াছেন ঘোর সংসারীর পক্ষে মৃত্যু একটী ভীষণ পদার্থ, কিন্তু যিনি পুণ্যাত্মা তাঁহাতে মৃত্যুর কোন অধিকার নাই।

কেন?

বল বল কেন পাখী গাও?
বল বল কেন চাঁদ হাস?
বল নদী কেন ছুটে যাও?

(ভারতী ভাদ্র ১২৮৯)